স্বপ্নের ব্যাখ্যা

ডা. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স
মুস্তফা আল-জিবালী

ভাষান্তর

সানজিদা শারমিন
ইফাত মান্নান

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEAN PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১

অধ্যায়-১

স্বপ্নের উৎপত্তি ১৮

রুহ বা আত্মার বাস্তবতা ২২

আত্মার আরবি পরিভাষা: ২৩

ইসলামে স্বপ্ন ২৫

রু'ইয়া—স্বপ্নের শাব্দিক বিশ্লেষণ: ২৫

স্বপ্ন আসলে কী? ২৫

স্বপ্ন আল্লাহরই সৃষ্টি: ২৮

স্বপ্নদোষ: ২৮

সাধারণ মুসলিমদের স্বপ্ন: ২৯

অবিশ্বাসীদের স্বপ্ন: ২৯

স্বপ্ন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি: ৩০

স্বপ্ন নবুওয়তের অংশ: ৩৫

স্বপ্ন সম্পর্কে মিথ্যা বলা: ৩৬

শয়তানের পক্ষ থেকে আসা স্বপ্নের ব্যাপারে অনুসৃত মূলনীতিসমূহ: ৪১

অধ্যায়-২

স্বপ্নের ব্যাখ্যা ৪৭

ভাগ্যগণনা ও ভবিষ্যদ্‌বাণী: ৪৭

ইস্তিখারার সালাত: ৪৯

স্বপ্ন ব্যাখ্যার মূলনীতিসমূহ: ৫১
ব্যাখ্যাকৃত স্বপ্নসমূহ: ৫৯
স্বপ্ন দর্শনকারীর জন্য নির্দেশনা ৬৩
সারসংক্ষেপ ৬৬
স্বপ্ন বিশারদের গুণাবলি ৬৭
ধার্মিকতা: ৬৭
প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতা: ৬৭
এক বিশেষ প্রতিভা: ৬৮
সারসংক্ষেপ ৬৯
স্বপ্ন বিশারদের জন্য নির্দেশিত আচরণ ৭০
স্বপ্নটা বোঝার চেষ্টা করা এবং তাড়াহুড়ো না-করা: ৭০
নিজের সীমাবদ্ধতাগুলো জানা: ৭১
বিপদের ইঙ্গিতবহ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া থেকে বিরত থাকা: ৭১
মানুষের স্বপ্ন জানার জন্য আগ্রহ: ৭২
সারসংক্ষেপ ৭৪
স্বপ্ন ব্যাখ্যার মূলনীতিসমূহ ৭৫
স্বপ্ন ব্যাখ্যার মৌলিক দিকসমূহ: ৭৬

অধ্যায়-৩

ঘুমের আদব ৭৯
ঘুম—ছোট মৃত্যু: ৭৯
সুন্নাহ থেকে বর্ণনা: ৮০
মুক্ত আত্মা: ৮২
উপুড় হয়ে শোয়া ৯০
অনিচ্ছাকৃত ঘুম ভেঙে যাওয়া ১০০

অধ্যায়-৪

কুরআনে বর্ণিত স্বপ্নসমূহ ১০২

ইবরাহিম ﷺ-এর স্বপ্ন: ১০২
ইউসুফ ﷺ-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা: ১০৪
ইউসুফ ﷺ-এর কারাসঙ্গীদের স্বপ্ন: ১০৭
মিশরের রাজার স্বপ্ন: ১১০
ইউসুফ ﷺ-এর শেষ কথা: ১১২

অধ্যায়-৫

আইন প্রণয়নসংক্রান্ত স্বপ্ন ১১৩
আজান ১১৩
আল্লাহ যা চান ১১৫
কালো মহিলা ১১৬
বালার উড়ে যাওয়া ১১৬
গরু ১১৮
পানি উত্তোলন ১১৮
পদচারণ ১১৯
নাড়িভুঁড়ি ১১৯
ঈসা ﷺ এবং দাজ্জাল ১২০
কাবা ১২০
চাবি ১২১
মিসওয়াক ১২১
লাইলাতুল কদর ১২২
প্রাসাদ ১২২
কাদামাটিতে সিজদা দেওয়া ১২২
কলম ও দোয়াতের সিজদা ১২৩
সিজদারত গাছ ১২৩
সিজদা ১২৪
পাথর, চুলা ও রক্তের নদী ১২৪
পানিপথে যাত্রা ১২৮

তরবারি ১২৮
রাজার ভোজ ১২৯
স্তম্ভ ১৩০
দাঁড়িপাল্লা ১৩১
কুয়া এবং পানির বালতি ১৩১
নবিজির শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়া: ১৩২
আবু উমামার দীর্ঘ হাদিস ১৩৩
সোনার বালা ১৩৫
কালো এবং সাদা ভেড়া ১৩৬

অধ্যায়-৬

সাধারণ স্বপ্ন ১৩৮
গোসল করা ১৩৯
পাখি ১৩৯
উড়ে যাওয়া ১৩৯
আবরণ বা আভরণ ১৪০
গরু ১৪০
খেজুর | জলপাই | ডালিম ১৪০
দরজা ১৪১
ডিম ১৪১
ঊর্ধ্বে আরোহণ ১৪২
প্রবাহিত ঝরনা ১৪২
গৃহসজ্জা ১৪৩
বাগান ও হাতকড়া ১৪৩
উপহার ১৪৪
সোনা ১৪৪
হজ ১৪৫
চাবি ১৪৫

হাসা ১৪৬
পায়ে-জিঞ্জির ১৪৬
মক্কা ১৪৬
বিয়ে ১৪৭
দুধ ১৪৭
পাহাড়-পর্বত ১৪৮
মুক্তা ১৪৮
নবি ১৪৮
মীমাংসা ১৫৩
ডানদিক ১৫৩
ঘর ১৫৪
রশি ১৫৪
শাসক ১৫৪
সহবাস ১৫৫
জাহাজ ১৫৫
জামা ১৫৬
রেশম কাপড় ১৫৬
তরবারি ১৫৭
মনীষীদের স্বপ্নব্যাখ্যা ১৫৮
ইবনু সিরিনের স্বপ্নব্যাখ্যা ১৫৮
ইমাম বাগাবির স্বপ্নব্যাখ্যা ১৫৮
ইবনুল কাইয়িমের স্বপ্নব্যাখ্যা ১৫৯
সতর্কতা ১৬০
গ্রন্থপঞ্জি ১৬১

ভূমিকা

১৯৯২ সালে মুহাম্মাদ আল-আকিলির রচিত *ইব্ন সিরিন'স ডিকশনারি অব ড্রিম: অ্যাকর্ডিং টু ইসলামিক ইনার ট্র্যাডিশন* নামক ৫০৮ পৃষ্ঠার ইংরেজি বইটি প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পর প্রকাশিত হয় *ইব্ন সিরিনের ড্রিম অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন*। এর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের ইংরেজি ভাষাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যাকারদের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। অন্যদিকে প্রাচ্যের মুসলিমদের কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি সাধারণ প্রথা। তবে কুসংস্কার, পৌরাণিক বিষয়াদি ও ভাগ্যগণনার মতো বিভিন্ন বিষয়ের সাথে তা এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে, অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলিম বিষয়টিকে এড়িয়ে চলেন; অথচ স্বপ্নের ব্যাখ্যার বিষয়ে কুরআনে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং স্বয়ং নবি ﷺ নিয়মিত এর চর্চা করেছেন। তা ছাড়া মানুষ যেহেতু তাদের জীবনের এক-তৃতীয়াংশ সময় ঘুমিয়েই কাটায়, তাই বিষয়টি বোঝার সত্যিকার প্রয়োজনীয়তাও আছে।

বিগত তিন বছর আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং ক্যানাডায় বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়ার পর শ্রোতারা আমাকে তাদের দেখা কিছু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জন্য খুব করে ধরল। পূর্বে কখনো এই বিষয়ে খুব বেশি খতিয়ে না-দেখার কারণে অনুভব করছিলাম, আমি সঠিকভাবে সেগুলোর উত্তর দিতে পারছি না। *ফান্ডামেন্টাল অব তাওহিদ* বইটির গবেষণাপত্র এবং ইসলামে জিন ছাড়ানোর ওপর আমার পিএইচডি'র গবেষণার ক্ষেত্রে আমি স্বপ্নের ওপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু হাদিস অধ্যয়ন করেছিলাম। যাই হোক, বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার কারণে স্বপ্ন এবং ভবিষ্যতের কোনো বিষয় সম্পর্কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলছিল তখন।

আমি ইংরেজি বা আরবিতে এই বিষয়ের ওপর গভীর আলোচনাসমৃদ্ধ কোনো বই পাঠ করিনি। তাই আমি নিজে এ-সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে বিষয়টির ওপর গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। পাশাপাশি এই বিষয়ের ওপর

ইংরেজি ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদানের উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল। কারণ, বিষয়টি প্রতিটি মানুষের জীবনের অংশ হওয়ার কারণে এ-নিয়ে প্রত্যেকের মধ্যেই বেশ কৌতূহল আছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যার ওপর রচিত অধিকাংশ বই-ই মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন (৬৫৩-৭২৯ খ্রিষ্টাব্দ)-এর রচিত অথবা তার তুলে ধরা বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির আলোকে রচিত বলে দাবি করা হয়। তিনি ইরাকের বসরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই তার বেড়ে ওঠা। পরবর্তী সময়ে তিনি সাহাবায়ে কেরামের ছাত্রদের মধ্যে প্রধানতম ফকিহ ও হাদিসের বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। আবু হুরায়রা ﷺ ও অন্যান্য অনেক সাহাবি থেকে স্বপ্নের ওপর অনেকগুলো হাদিস তার মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য বেশ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা নিয়ে অনেক বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনিও রটেছিল। অবশেষে স্বপ্নের ব্যাখ্যার ওপর যত বই ছিল, দাবি করা হলো যে, সবগুলো তারই রচিত। যদিও তার সামসময়িকেরা বইয়ে নিজেদের নাম উল্লেখ করেননি এবং বইগুলোও কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে আসেনি। সত্য কথা হলো, ইবনু সিরিন নিজে স্বপ্নের ব্যাখ্যার ওপর কোনো বই লেখেননি। তবে তিনি আবু হুরায়রা ﷺ-এর ব্যক্তিগত মতামতসহ তার থেকে বর্ণিত রাসুলের হাদিসের একটি সংকলন তৈরি করেছিলেন। যেটি সংরক্ষণ করেছিলেন তার ভাই ইয়াহিয়া ইবনু সিরিন। কেননা, মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন বই সংরক্ষণ করে রাখতে পছন্দ করতেন না[১]। ইবনু নাদিম তার রচিত গ্রন্থ *ফিহরিস্ত*-এ প্রথম তাবির *আর-রু-ইয়া* (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) নামক ইবনু সিরিনের লেখা একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন[২]। *মুন্তাখাব আল-কালাম ফি তাফসির আল-আহ্লাম* নামক বহুল প্রচলিত যে আরবি গ্রন্থটি আছে, সেটাকেও মিথ্যা করে ইবনু সিরিনের বলে দাবি করা হয়।[৩] আর তাই এর আলোকে রচিত ইংরেজি অনুবাদ এবং অন্যান্য বই যেমন: *ইব্ন সিরিন'স ডিকশনারি অব ড্রিম অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন*—ইত্যাদি সব অনির্ভরযোগ্য।

---

[১] ইয়াকুব আল-ফাসাওয়ি-এর রচিত তারিখ, ২/১৪বি। স্ট্যাডিস ইন আর্লি হাদিস লিটেরাচার : ৩৮।

[২] আল-জাওয়ামি ফি তাবিরির রু-ইয়া।

[৩] আল-আলাম, ৭/২৫।

অধ্যায়-১

স্বপ্নের উৎপত্তি

যদিও স্বপ্ন দেখার বিষয়টি কেবল মানুষের[১] মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তবুও মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে স্বপ্নের রহস্যময় প্রকৃতির কারণে একে নিয়ে মানুষের রয়েছে বিচিত্র ধরনের বিশ্বাস, ভয়ভীতি, জল্পনাকল্পনা ও অনুমান। স্বপ্ন খুব সাধারণ বাস্তবতা থেকে একেবারে উদ্ভট—যেকোনো ধরনেরই হতে পারে। মানুষ সব সময়ই স্বপ্নকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। তবে, কালক্রমে তার উৎস ও তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষের ধারণার বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রাচীন পৌত্তলিকতার যুগে মানুষ বিশ্বাস করত—স্বপ্ন ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। এগুলোকে ভবিষ্যদ্‌বাণী ও রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হতো। প্রায় চার হাজার বছর আগে মিশরের অধিবাসীরা স্বপ্নের ব্যাখ্যার তালিকা তৈরি করেছিল। বাইবেল ও কুরআনসহ মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বহু গ্রন্থে নবিদের স্বপ্নের উল্লেখ এসেছে। প্রাচীনকালে গ্রিকরা বিশ্বাস করত, স্বপ্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেয়। অ্যারিস্টটল স্বপ্নের ওপর ইন্দ্রিয়ের প্রভাব ও আবেগ-অনুভূতির ভূমিকাকে সমর্থন করে এর সম্পর্কে অনেকটা বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন। তবে, ঊনবিংশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত স্বপ্ন যে স্রষ্টার পক্ষ থেকে; সেই সার্বজনীন বিশ্বাস নিয়ে কখনোই মানুষ প্রশ্ন তোলেনি। সেই সময়ে ফ্রান্সের চিকিৎসক অ্যালফ্রেড মোরি স্বপ্নের ওপর স্বতন্ত্র গবেষণা চালান। এরপর তিনি উপসংহার টানেন যে, স্বপ্ন হলো ঘুমের সময় অনুভূতির ছাপগুলোর ভুল ব্যাখ্যার পরিণতি (যেমন: রাতে যদি খুব জোরে শব্দ হয়, তবে তা স্বপ্নে বজ্রপাতের চেতনা তৈরি করবে)। স্বপ্নের

[১] গবেষণায় সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী; এমনকি কিছু পাখি ও সরীসৃপের মধ্যেও বাহ্যত মানুষের অনুরূপ ঘুমে স্বপ্নের দশা দেখা গিয়েছে (*দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*, ২৭/৩০৭)।

আধুনিক তত্ত্বসমূহ বলে—স্বপ্ন হলো জাগ্রত থাকা অবস্থারই একটি সম্প্রসারণ।

সম্ভবত, সিগমন্ড ফ্রয়েডের বই *দি ইন্টারপ্রিটেশন অব ড্রিম* (জার্মান: Die Traumdeutung; 1900)[১]-এ বর্ণিত মনোবিশ্লেষণ মডেলটি স্বপ্নের তাৎপর্যের ওপর সবচেয়ে জনপ্রিয় তত্ত্ব। ফ্রয়েড বলেছেন, নিত্যদিনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে স্বপ্নে। তিনি স্বপ্নের অদ্ভুত প্রকৃতির একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেগুলোকে ব্যাখ্যা করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এবং এগুলো নিরাময়ের সম্ভাবনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

ফ্রয়েড তত্ত্ব দিয়েছেন, ঘুমের মধ্যে চিন্তাভাবনাগুলো আদি দশায় থাকে এবং ব্যক্তি নিজের মনের মধ্যকার সুপ্ত বিষয়গুলোকে তখন খুব বেশি দমন করতে পারে না। তিনি আরও বলেন, মানুষ সজাগ থাকা অবস্থায় যৌন আকাঙ্ক্ষা ও শত্রুতার অনুভূতিগুলোকে দমন করে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু সেগুলোই স্বপ্নে প্রকাশিত হয়ে যায়। স্বপ্নের বিষয়বস্তু বিভিন্ন উদ্দীপক, যেমন: মূত্রথলিতে[২] প্রস্রাবের চাপ, সারাদিনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং শৈশবের স্মৃতির মিলিত রূপ থেকে উৎপন্ন হয়।[৩]

'স্বপ্ন হলো গোপন অথবা নিষিদ্ধ বাসনার ছদ্ম রূপ'—ফ্রয়েডের এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন কার্ল জাং (১৮৭৫-১৯৬১) । জাং মনে করেন, স্বপ্ন ক্ষতিপূরণমূলক। স্বপ্নের বিষয়গুলো মানুষের জীবনযাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে। জাং-এর মতে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ২৪ ঘণ্টার মানসিক কার্যকলাপ ভেসে ওঠে স্বপ্নে।

বিংশ শতকের শেষ দিকে, স্বপ্নের ওপর পড়াশোনাগুলো কেবল দুটি বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক ছিল:—

১. স্বপ্নের মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি

[১] *দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*, ৪/২১৭

[২] কেউ একজন ঘুমে স্বপ্নের দশায় থাকলে বিভিন্ন জিনিস (বলা কোনো শব্দ অথবা চামড়ার ওপর পানির ফোঁটা প্রভৃতি) তাকে স্বপ্ন দেখতে উদ্দীপিত করে। তবে ওই জিনিস বা তার অনুরূপ কিছু স্বপ্নে দেখার সম্ভাবনা খুবই কম। যেমন: গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ ঘুমাতে যাওয়ার আগে যেসব সিনেমা দেখেছে, তাদের স্বপ্নের ওপর সেগুলোর কিছুটা প্রভাব থাকতে পারে; কিন্তু এসব বিষয়ের প্রভাব খুবই সীমিত। *দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*, ২৭/৩০৭।

[৩] *দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*, ২৭/৩০৭

২. স্বপ্নের বিষয়বস্তু

মানুষ যখন স্বপ্ন দেখতে থাকে, গবেষকগণ সে-অবস্থায় তার মধ্যে কিছু শারীরবৃত্তীয় সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। স্বপ্নের প্রধান লক্ষণটি চিহ্নিত করা হয়েছে দ্রুত চক্ষু সঞ্চালন (rapid eye movement, REM), জাগ্রত থাকা অবস্থার মতো মস্তিষ্কের তরঙ্গ এবং শারীরবৃত্তীয় কাজ বৃদ্ধি পাওয়ার একটি সম্মিলিত রূপ হিসেবে। এই ঘুমকে বলা হয় রেম-নিদ্রা (REM-Sleep অথবা D-[Dream-] state)।[১] ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিষয়টি আবিষ্কারের পর থেকে, গবেষকগণ অনেক ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে রেম নিদ্রার সাথে সহজে স্মরণীয় স্বপ্ন এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির আচার-আচরণের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক দেখিয়েছেন। চরম কোনো আচরণ বা অভিব্যক্তি, যেমন: নাইটমেয়ার, নাইট টেরর, মূত্রের বেগ ধারণে অক্ষমতা (বিছানায় প্রস্রাব করে দেওয়া) এবং স্বপ্নে হাঁটা প্রভৃতি ঘটনা সাধারণত স্বাভাবিক স্বপ্নের ক্ষেত্রে ঘটে না।[২] গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে, নাইটমেয়ার বা নাইট টেরর জাতীয় কোনো দুঃস্বপ্ন দেখার সময় হঠাৎ ব্যক্তি জাগ্রত হলে মনে হবে—যেন সে কোনো স্বপ্নই দেখেনি।[৩]

গবেষণাগারে বিভিন্ন প্রাণীর ওপর অস্ত্রোপচার করে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশ বিনাশ করার মাধ্যমে গবেষকগণ দেখিয়েছেন—মস্তিষ্কের যে-অংশটির সাথে স্বপ্নের সম্পর্ক, তার নাম পন্টাইন টেগমেন্টাম। তা ছাড়া স্বপ্নের অবস্থা একটি প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত, যাতে নরএপিনেফ্রিন[৪] নামক শরীরের একটি রাসায়নিক পদার্থ সম্পৃক্ত থাকে। তবে, বিজ্ঞান পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে স্বপ্নের উৎস শনাক্ত করতে আজও সক্ষম হয়নি। স্বপ্নের উৎপত্তি সম্পর্কে ফ্রয়েড ও জাং-এর মতো মনোবিজ্ঞানীদের পরস্পরবিরোধী মতামত নিছক জল্পনা ছাড়া কিছুই নয়; যা স্বপ্নের

---

[১] যতক্ষণ সময় ধরে একজন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, প্রতি ৯০ মিনিট পর পর ঘুমের REM দশাটির পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই দশার দৈর্ঘ্য প্রথম ১০ মিনিট থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ১০ থেকে ৬৫ বছরের মানুষ তাদের ঘুমের এক-চতুর্থাংশ সময় কাটায় এই দশায়। *দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*, ৪/২১৭।

[২] *দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*, ৪/২১৭

[৩] *দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*, ২৭/৩০৭

[৪] *দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*, ২৭/৩০৭

আসল উৎস নির্ধারণ করতে পারে না। তারা উভয়েই অনুমান করে নিয়েছেন যে, স্বপ্নের একমাত্র উৎস হলো মানুষ। কেননা, তারা স্রষ্টাকে মানুষের কাল্পনিক এক মিথ্যা উদ্ভাবন হিসেবে মনে করে এবং আত্মিক জগতের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। যাই হোক, স্বপ্নের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণভিত্তিক তাদের উপসংহার যথেষ্ট সংশয়পূর্ণ। কেননা, গবেষকরা স্বপ্নের বিষয়বস্তুকে সরাসরি ধারণ করতে পারেন না। কেবল স্বপ্নদ্রষ্টাই সত্যিকার অর্থে তা দেখেন। আর সে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগার পর তার বর্ণনার ওপর নির্ভর করতে হয় গবেষকদের। **তাই স্বপ্ন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জ্ঞান** পাওয়া যেতে পারে কেবল **মস্তিষ্ক ও এর উপাদান** এবং এর চিন্তাধারার ডিজাইনারের কাছ থেকে। এই সকল তথ্য মানবজাতির কাছে পাঠানোর একমাত্র মাধ্যম হলো কেবল আল্লাহর নবি এবং তাঁর কিতাব।

অধ্যায়-২

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায়—স্বপ্নকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি সাহাবিদের দেখা স্বপ্ন শুনতেন এবং প্রায়ই সেগুলো ব্যাখ্যা করতেন। ইবনু উমর ﷺ বলেন—রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণ কোনো স্বপ্ন দেখলে তারা তা আল্লাহর রাসুলের কাছে বর্ণনা করতেন এবং আল্লাহ ﷺ-এর ইচ্ছানুসারে নবিজি সে-স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতেন।[১] সাধারণত ফজরের সালাতের পর একাজটি করা হতো। সামুরা ইবনু জুনদুব বর্ণনা করেন—রাসুলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত শেষ করে সাহাবিদের দিকে ঘুরে বসতেন। তারপর জানতে চাইতেন—'গত রাতে কি তোমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছ?'[২]

ভাগ্যগণনা ও ভবিষ্যদ্‌বাণী:

ভাগ্যগণনা ও ভবিষ্যদ্‌বাণী—উভয়টিই মূলত গায়েব বা অদৃশ্যের অংশ। অদৃশ্যের খবর কেবল আল্লাহ ﷻ-ই জানেন। তাই তিনি নবি ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন—তিনি যেন সাহাবিদের এই সত্য সম্পর্কে অবহিত করেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

> 'বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানে না।'
> [আল-কুরআন ২৭: ৬৫]

স্বয়ং আল্লাহর রাসুল ﷺ তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীতে যেহেতু আগামী দিনে ঘটিতব্য বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য দিতেন, তাই কেউ ভুলবশত ভাবতে পারে—তিনি

---

[১] *সহিহ বুখারি*, হাদিস: ১৫৫।

[২] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস: ৫৬৫২। *সহিহ বুখারি*, হাদিস: ১৭১। *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস: ৪৯৯৯।

নিজে থেকেই গায়েব জানতেন। কিন্তু ভবিষ্যতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তিনি যা কিছু বলেছেন, তা তাঁর নিজস্ব জ্ঞানের অংশ নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁকে জানানো হয়েছিল। তাই আল্লাহ ﷻ নবি ﷺ-কে বিষয়টি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন,

> 'আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের ক্ষমতা রাখি না, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তা হলে বহু কল্যাণ অর্জন করে নিতে পারতাম। কোনো ক্ষতিই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো শুধু একজন সতর্কতাকারী ও সুসংবাদদাতা এমন জাতির জন্য, যারা বিশ্বাস করে।' [আল-কুরআন ৭: ১৮৮]

তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজের কিংবা তাঁর সাহাবিদের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যেসকল তথ্য দিয়েছেন, তা কখনোই প্রচলিত খাবনামায় প্রাপ্ত ভাগ্যগণনার সমতুল্য নয়।[১] নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল ওহি-নির্ভর, বিপরীতে ভাগ্যগণনার বইয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো মূলত অস্পষ্ট কিছু সাধারণ বিষয়, কিছু অনুমান ও মিথ্যার সংমিশ্রণ।

> আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন—তাদের কথা তো কখনো কখনো সত্য হয়। নবি ﷺ তার কথার উত্তরে বললেন—'সেটা অল্প কিছু সত্য, যা জিনেরা (আসমান থেকে) চুরি করে (শুনে) এনে তাদের কানে ঢেলে দেয়; কিন্তু গণক সেটিকে শত শত মিথ্যার সাথে মেশায়।'[২]

---

[১] যেসব খাবনামায় 'এর মানে হতে পারে' 'সম্ভবত' 'হয়তো' প্রভৃতি অনিশ্চয়তার প্রকাশভঙ্গি থাকবে, সেগুলোকে ভাগ্যগণনা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না; কিন্তু যখন নিশ্চয়তাজ্ঞাপক শব্দ, যেমন: 'এর মানে' 'এটা হবে' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, সেগুলোতে ভাগ্যগণনা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন: আল-আকিলির খাবনামায় তিনি বলেছেন: 'যদি কোনো শয্যাশায়ী ব্যক্তি তার স্বপ্নে কোনো দাসকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে দেখে, এর মানে তার মৃত্যু। কেননা, মৃত ব্যক্তির কোনো সম্পদ থাকে না। স্বপ্নে কোনো বন্ধুকে অসুস্থ দেখার মানে কেউ একজন একই রোগে আক্রান্ত হবে।' (পৃ. ২২১)

[২] *সহিহ বুখারি*, হাদিস: ৬৫৭ এবং *সহিহ মুসলিম*, হাদিস: ৫৫৩৫।

ইস্তিখারার সালাত:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যই তার রয়েছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহজাতভাবেই মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। মহান আল্লাহ এক্ষেত্রে মুসলিমদের এমন একটি প্রক্রিয়া অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন, যার মাধ্যমে তিনি প্রথমত তাদের ঈমানের সুরক্ষা প্রদান করেছেন এবং একই সাথে এর মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে শান্তি ও স্বস্তির অনুভূতি দান করেছেন। মুমিনদের প্রতি মহান আল্লাহর একটি সাধারণ নির্দেশনা হলো—যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেই হোক, তারা চূড়ান্ত আস্থা একমাত্র আল্লাহ ﷻ-এর ওপরই রাখবে। আর তাঁর হুকুমের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে নিশ্চিতভাবে তা একটি স্বস্তি ও শান্তির অনুভূতি এনে দেয়। জাবির[১] ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের যাবতীয় কাজের জন্য এমনভাবে ইস্তিখারা করার শিক্ষা দিতেন, যেমন গুরুত্বের সাথে তিনি কুরআনের সুরাগুলো শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন—'যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার ব্যাপারে চিন্তা করবে, তখন সে যেন দু-রাকাত সালাত আদায় করে নিচের এই দুআ পাঠ করে।

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي. قَالَ : وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আপনার অসীম জ্ঞান থেকে আমার কল্যাণের জন্য দিকনির্দেশনা চাই। আপনার কাছে শক্তি কামনা করি আপনার কুদরতের সাহায্যে। আপনার কাছে অনুগ্রহ চাই আপনার মহানুগ্রহ থেকে। আপনি

[১] জাবির আস-সালামি ছিলেন মদিনার সালিমাহ গোত্রের একজন (*ফাতহুল বারি:* ১৮৮)

সারসংক্ষেপ

স্বপ্ন বিশারদ বা স্বপ্নের ব্যাখ্যা যিনি দেবেন, তার জন্য কিছু দিকনির্দেশনা মেনে চলা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা ওপরে দেখেছি। এখানে আমরা সেই দিকনির্দেশনাগুলো সংক্ষেপে আবারও উল্লেখ করব—

১. তিনি স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন।

২. স্বপ্ন দর্শনকারীর বিবরণ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।

৩. স্বপ্ন দর্শনকারীর সামগ্রিক জীবনযাপনের ধরন, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসহ সবকিছু বিস্তারিত বোঝার চেষ্টা করবেন।

৪. তিনি কেবল সে-স্বপ্নগুলোর ব্যাখ্যা নিয়েই কাজ করবেন, যাতে স্পষ্ট কোনো সুখবর, সতর্কতা-প্রদর্শন অথবা কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যে-স্বপ্নগুলো আপাতভাবে দৈনন্দিন মানবীয় চিন্তা এবং কর্মকাণ্ডপ্রসূত মনে হবে, সেগুলো এড়িয়ে চলবেন।

৫. স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার আগে শরিয়ার দিক থেকে এর গুরুত্ব বোঝাও তার জন্য জরুরি।

৬. নিজের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করতে কোনো ধরনের দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

৭. স্বপ্ন দর্শনকারী ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করাও তার জন্য আবশ্যক।

৮. নেতিবাচক বার্তাসংবলিত স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকবেন।

৯. নিজের যোগ্যতা নিয়ে কোনো দাম্ভিকতা যেন তার মাঝে না আসে। মনে রাখতে হবে, এটা স্রেফ মহান আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি তাকে দিয়েছেন।

স্বপ্ন ব্যাখ্যার মূলনীতিসমূহ

ব্যাখ্যা পদ্ধতি	উদাহরণ	প্রামাণ্য দলিল
কুরআনের আয়াতের সাথে তুলনা	স্বপ্নে দেখা দড়ির অর্থ হতে পারে চুক্তি	‘তোমরা আল্লাহর রজ্জু শক্তভাবে ধরো।’ [সুরা আলে ইমরান, ১০৩]
হাদিসের বর্ণনার সাথে তুলনা	স্বপ্নে কলস/পানপাত্র দেখার অর্থ হতে পারে মেয়েদের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে।	‘তোমাদের কলসগুলো সতর্কতার সাথে বহন করবে।’[১]
প্রবাদ-প্রবচনের সাথে তুলনা	দীর্ঘ হাত দিয়ে উদারতা/দানশীলতা বোঝানো হতে পারে।	আরবি প্রবাদে আছে, অমুকের হাত অনেক লম্বা।
বাস্তবিক কিছুর সাথে তুলনা	আগুন হতে পারে ফিতনা, নক্ষত্র হতে পারে বিদ্বান মনীষী।	আগুন সবকিছু ধ্বংস করে দেয়, আর নক্ষত্র আমাদের পথ দেখায়।
নামের অর্থ	‘সালিম’ নামের কাউকে স্বপ্ন দেখার অর্থ হতে পারে নিরাপত্তা।	সালিম মানে নিরাপত্তা।
বিপরীত	আগুন মানে বিপদ থেকে সুরক্ষাও বোঝানো হতে পারে।	‘আর তিনি মুমিনদের ভয় বদলে নিরাপত্তা দেবেন।’ [আল-কুরআন ২৪: ৫৫]

[১] *আল-বুখারি*, হাদিস: ৬১৬০,৬২১১; *মুসলিম*, হাদিস: ২৩২৩

স্বপ্ন ব্যাখ্যার মৌলিক দিকসমূহ:

একটা স্বপ্নের ভেতর অনেকগুলো উপাদান থাকে। সে-উপাদানগুলোর প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি ধরে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। এরপর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাগুলোকে সমন্বয় করে একটা সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সংক্ষেপে ধাপগুলো হয় এরকম—

১. স্বপ্নের যে-উপাদানগুলোর আদৌ কোনো অর্থ বা বাস্তবিক সংযোগ আছে বলে মনে হয়, সেগুলো আলাদাভাবে চিহ্নিত করা।
২. প্রচলিত এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার যেকোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে স্বপ্নের উপাদানগুলোর ব্যাখ্যা করা।
৩. এবার ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলো সমন্বিত করে একটা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দাঁড় করানো।
৪. যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বিরোধপূর্ণ দুটি বিশ্লেষণ দেখা দেয়, তবে পারিপার্শ্বিক এবং সার্বিক দিক বিবেচনায় যেটা বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়, সেটাকেই নির্বাচিত করা।
৫. সবশেষে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, শারীরিক অবস্থা, বাহ্যিক রূপ ইত্যাদি বিবেচনা করে ব্যাখ্যাটা দেওয়া।

একটা হাইপোথেটিকাল উদাহরণ কল্পনা করা যাক:—

একজন কৃষক স্বপ্নে দেখল—সে তার ছোট ছেলেকে নিয়ে নিজের খেতে হাঁটছে। সম্পূর্ণ মাটি চষা হয়েছে, কিন্তু ক্ষেত একেবারে ফাঁকা, ঘাস কিংবা চারার কোনো চিহ্ন নেই। তার ছেলে দুধের একটা পাত্র, একটা ফলের ঝুড়ি হাতে নিয়ে হাঁটছে। ছেলেটা মাঝে মাঝে ফলের ঝুড়িটা মাথার ওপর ধরে আর পাখিরা উড়ে এসে সেই ঝুড়ি থেকে ফল খায়। ফল খাওয়ার পর পাখিগুলো শুধু বীজ রেখে চলে যায়। ছেলেটা এরপর সে-বীজগুলো তাদের জমির ওপর ছড়িয়ে দেয়, তারপর ছিটিয়ে দেয় দুধ। কিন্তু কৃষক বাবা ছেলের এই বিলাসী আচরণের জন্য তাকে বকা দেয়। কিন্তু ছেলেটা বাবার শাসন আমলে নেয় না, বরং বাবাকে পেছনে তাকাতে

সতর্কতা

স্বপ্নব্যাখ্যা সম্পর্কিত বেশিরভাগ বই-ই মিথ্যা এবং ভুল ব্যাখ্যায় ভরা। এসব বইয়ে বহু মিথ্যা স্বপ্ন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা নবিজি ﷺ, সাহাবিগণ ﷺ এবং আলেমদের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই স্বপ্ন এবং স্বপ্নব্যাখ্যাগুলো অবাস্তব, কোথাও এগুলোর অস্তিত্ব নেই। এ ছাড়া স্বপ্ন-সম্পর্কিত যে মূলনীতি আমরা এ গ্রন্থে দেখিয়েছি, এই ব্যাখ্যাগুলো সে মূলনীতিরও বিরুদ্ধে। এরকম একটা গ্রন্থ হলো ইবনু সিরিনের স্বপ্নব্যাখ্যা-সম্পর্কিত লেখা গ্রন্থটি। এখানে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে ইবনু সিরিনের কাজ বলে প্রকাশিত হয়েছে। আমার সবিনয় উপদেশ থাকবে—এ-ধরনের বইগুলো থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকুন।

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুর-রাহমান ইবনু কাসিম আল-আসিমি, *মাজমু ফাতাওয়া শাইখুল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ*। বৈরুত: দারুল আরাবিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮।

মোহাম্মাদ এম. আল-আকিলি, *ইবন সিরিন'স ডিকশনারি অব ড্রিমস: অ্যাকর্ডিং টু ইসলামিক ইনার ট্রেডিশনস*। ফিলাডেলফিয়া: পার্ল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯২।

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানি, *সহিহ সুনানু আবি দাউদ*। বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলাম, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৯।

সহিহ সুনানিত তিরমিজি। বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলাম, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮।

সহিহ সুনানু ইবনি মাজাহ। বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলাম, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮।

আনসারি, মুহাম্মাদ তুফাইল, *সুনানু ইবনু মাজাহ*। লাহোর: কাযি পাবলিকেশনস, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩।

হুসাইন ইবনু মাসউদ বাগাবি, *শারহ আস-সুন্নাহ*। বৈরুত/দামেশক: আল-মাকতাবুল ইসলাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩।

সুলাইমান ইবনু খালফ আল-বাজয়ি, *আল-মুনতাকা: শারহ মুওয়াত্তা আল-ইমাম মালিক*। বৈরুত: দারুল আরাবিয়াহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৪।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন: অ্যা টেক্সটবুক ফর মেডিক্যাল স্টুডেন্টস অ্যান্ড ডক্টরস। সম্পাদনা করেছেন পারভিন কুমার এবং মাইকেল ক্লার্ক। লন্ডন: বাইলেইর টিন্ডাল, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৪।